

ফেব্রুয়ারি-মার্চ জুড়ে চলবে ছাত্রলীগ পুনর্গঠনের কাজ ॥ কাল পুনর্মিলনী

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ গোটা ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাস জুড়ে ছাত্রলীগ পুনর্গঠনের কাজ চলবে। আগামীকাল রবিবার রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে ছাত্রলীগের ৫৪ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনার পর দেশব্যাপী সাংগঠনিক ইউনিটগুলোতে নতুন কমিটি (১১- পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

ফেব্রুয়ারি-মার্চ জুড়ে (১২-এর পাতার পর)

গঠনের কাজে হাত দেয়া হচ্ছে। এরপর মার্চের শেষ সপ্তাহে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির কার্ডিনাল অনুষ্ঠিত হবে। জেলা, থানা, নগর ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ইউনিট কমিটি গঠনের খবর ছড়িয়ে পড়ার পর প্রতিদিন সন্ধ্যায় ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ছাত্র-যুবকদের ঢল নামছে। কেন্দ্রীয় সম্মেলন আয়োজনের দায়িত্ব পালন করছে 'ওকে' কমিশন।

১ অক্টোবর আওয়ামী লীগের নির্বাচনী বিপর্যয়ের পর ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা এবার দলীয় নেতাদের সামনে 'জিহুজুর' টাইপ চরিত্র পরিহার করে স্পষ্টভাষী হয়ে উঠছেন। সংগঠনের মাঠপর্যায়ের কর্মীদের মতে, সাংগঠনিক সভানেত্রীর বাইরে তাঁকে ঘিরে গড়ে ওঠা দু'তিনটি লবির কথা ভনতে গেলে এবারও কার্যক্রম কমিটি গঠন করা যাবে না। এই লবিগুলোর কেউ নিজদের কোটারী স্বার্থের বাইরে সাংগঠনিক নেত্রীর প্রয়োজনীয়তা ও সংগঠনের জন্য অনুভূতি ধারণ করে কখনও সুপারিশ করতে পারে না। ছাত্রলীগের গত দু'তিনটি সম্মেলনে দেখা গেছে, যোগ্যতাই সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। সম্মেলনে যোগ্য প্রার্থীদের বিরুদ্ধে অযোগ্যরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে নানা প্রচারণা চালায়। এজন্য সম্মেলনের শেষ মুহূর্তে যোগ্যরা বাদ পড়ে যান। এবার এমন ঘটনা ঘটবে না বলে মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের সাংগঠনিক নেত্রীর প্রতি দৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাস রয়েছে। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা এবং বিভিন্ন হল শাখার নেতাকর্মীদের সঙ্গে আড়াই ঘণ্টা বৈঠকে বলেছেন, তিনি ছাত্রলীগের সকল নেতাকর্মীদের হাতে কাগজ-কলম দেখতে চান। তিনি সংগঠনের নেতাকর্মীদের জানিয়ে দিয়েছেন হল দখলের রাজনীতি করা যাবে না। রাজনৈতিক শক্তি দিয়ে মোকাবিলা করতে হবে। সমসাময়িক বিশ্বব্যবস্থা ও রাজনীতি সম্পর্কে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের পড়াশোনা করার নির্দেশ দেন এবং পরবর্তী যে কোন সভায় তিনি ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের এসব বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন বলে জানিয়ে দিয়েছেন।

আগামীকাল রবিবার ছাত্রলীগের ৫৪ বছর পূর্তি উৎসবে দেশব্যাপী ছাত্রলীগের নেটওয়ার্ক শক্ত করে গড়ে তোলার নির্দেশনা দিয়ে বক্তৃতা করবেন। ৪ ফেব্রুয়ারি ছাত্রলীগের প্রতিনিধি সভাশেষে কেন্দ্রীয় ও বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারাদেশের জেলা, থানা ও বিভিন্ন ইউনিট কমিটি গঠনের তারিখ নির্ধারণ করে দায়িত্ব ভাগ করে দেয়া হবে। ছাত্রলীগের দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, এবার তাদের ৮২টি সাংগঠনিক জেলা কমিটি গঠিত হবে। এই উদ্যোগের ফলে এক-দেড় যুগ আগে গঠিত কমিটিগুলো ভেঙ্গে গেলে দেশব্যাপী ছাত্রলীগের নেতৃত্বে গতিশীলতা আসবে বলে মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের ধারণা